খবর সোজাসুজি

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের
১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র
খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1 ● Issue-21 ● Bardhaman ● 15 April, 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

● নিউজিল্যান্ডের কুক প্রণালী জয় করলেন পূর্ব বর্ধমানের কালনার জলকন্যা সায়নী দাস।

● দুয়ারে সরকারে বার বার আবেদন করেও মিলছে না জেনারেলদের বার্ধক্য ভাতা,অভিযোগ। পোর্টালে নাম তুলে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে, অভিযোগ।

● হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে লড়াইটা যত সহজ হবে বলে অনেকে মনে করছেন তত সহজ হবে না। শুধু মিটিং মিছিলে লোক দেখে ভোট হবে না। বাম ভোট রামে গেলে সব হিসাব কিন্তু পাল্টে যাবে।

● ''লোকসভা ভোটে বাংলায় ১ নম্বর দল হতে পারে বিজেপি'',ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর।

● ধনেখালির সিতি পলাশীতে ২ এপ্রিল ভোর পাঁচটা নাগাদ মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল বনমালী ভান্ডারী নামে বছর পঁয়তাল্লিশের এক ব্যক্তির। বাড়ি দেধাড়ায়। প্রবল উত্তেজনা এলাকায়। মৃতদেহ ফেলে রেখে রাস্তা অবরোধ করে ঘন্টা চারেক ধরে চলে বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে ধনেখালি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

● লোকসভা ভোটের মুখে বিজেপিতে ভাঙন ধনেখালিতে। ১এপ্রিল সোমবার ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষের হাত ধরে আটজন বিজেপি কর্মী সহ সস্ত্রীক তৃণমূলে যোগদান করলেন ধনেখালি ৪ নং মন্ডলের বিজেপির এসটি মোর্চার সভাপতি শুভজিৎ টুডু।

● ''ধনেখালিতে যিনি মন্ত্রী বিধায়ক আছেন তিনি তোলাবাজিতেই ব্যস্ত থাকেন । শুধু তোলা আর তোলা। একজন মহিলা হয়ে কি করে যে টাকা তোলে আমি বুঝতে পারি না'', ধনেখালির বুকে দাঁড়িয়ে নাম না করে ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রকে নিশানা করে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি।

● স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি ৬ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত।

● উচ্চমাধ্যমিকে সেমিস্টার ব্যবস্থাতেও থাকছে পাস ফেল প্রথা। প্রথম এবং তৃতীয় সেমিস্টারে পাশ না করলে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সেমিস্টারে বসতে পারবে না পড়ুয়ারা।

● ''যতদিন না এই সরকারটা ভেঙে পড়ছে ততদিন বাড়ি ভাঙতে থাকবে'', তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দীলিপ ঘোষ।

● ''ক্ষমতা থাকলে ৫ বছর রান্নার গ্যাস বিনামূল্যে দিক। আমি ৪২ আসনে

(এরপর চারের পাতায়)

লক্ষীর ভান্ডারেই বাজিমাত মমতার ! ব্যাকফুটে দুর্নীতি ইস্যু

ইসরাইল মল্লিক - জমে উঠেছে ভোট রাজনীতি। ময়দানে নেমে পড়েছে সব দল। এ বলে আমায় দেখ,ও বলে আমায়। এবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের তুরুপের তাস মমতা ব্যানার্জির মস্তিষ্ক প্রসূত রাজ্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রকল্প লক্ষ্মীর ভান্ডার। লোকসভা ভোটের আগেই বরাদ্দ বেড়েছে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে। এপ্রিলের শুরুতেই অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে টাকা। সাধারণ মহিলাদের ক্ষেত্রে বরাদ্দ ৫০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১০০০ টাকা আর তপশিলি জাতি,উপজাতি মহিলাদের ক্ষেত্রে ১০০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১২০০ টাকা।স্বভাবতই খুশি মহিলা মহল। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই মহিলা মহলে জয়জয়কার মমতার। লোকসভা ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভান্ডারের এই বরাদ্দ বৃদ্ধি তৃণমূলকে

কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ দেবে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।
এবারের নির্বাচনে লক্ষ্মীর ভান্ডারেই বাজিমাত করতে চাইছে তৃণমূল। ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়েছে।ফলে মহিলারা আরও বেশি তৃণমূলের দিকে ঝুঁকেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এই টাকা শুধু মহিলাদের হাত খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। সংসার চালানোর ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কোনও কোনও পরিবারে মা,মেয়ে ও বৌমা মিলিয়ে তিন থেকে চারজন এই টাকা পাচ্ছেন। সেই টাকায় সংসার খরচের অনেকটাই সামাল দিচ্ছেন তারা। যে কারণে তৃণমূল ভোটে হেরে গেলে এই টাকা বন্ধ হয়ে যাবে বলে শাসক দলের পক্ষ থেকে যে প্রচার করা হচ্ছে তা অনেককেই প্রভাবিত করছে। তৃণমূলের হারে এই টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় থেকেই মহিলারা তৃণমূলকে ভোট দেবে বলে মনে করছেন অনেকে। সেই সম্ভাবনার কথা মানছে বিরোধী দলগুলিও।
যদিও এর পাল্টা বিজেপির তরফে মাসে ৩০০০ টাকা, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বছরে পরিবার পিছু ১ লক্ষ টাকা কিংবা বামেদের পক্ষ থেকে কর্মসংস্থানের কথা

(এরপর দুয়ের পাতায়)

তৃণমূলের সাথে সেটিং ! বিজেপি নেতা অজয় কৈরী এবং নির্মল পালের বিরুদ্ধে ধনেখালিতে পড়ল পোষ্টার

নিজস্ব সংবাদদাতা - এবার ধনেখালিতে পড়ল পোষ্টার। বিজেপি নেতা অজয় কৈরী এবং নির্মল পালের বিরুদ্ধে ধনেখালি ব্লকের বেলমুড়ির আকিলপুর,ধনেখালির বামুন পাড়া, গুড়বাড়ির বেলগাছিয়া সহ একাধিক জায়গায় পড়েছে পোষ্টার।পোষ্টারে তাদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং থাকার অভিযোগ তোলা হয়েছে।তাদেরকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে চোর চিটিংবাজ বলে। এমনকি পোষ্টারে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূলের কাছ থেকে টাকা খেয়ে বিজেপিকে হারানোর চক্রান্ত করছেন অজয় কৈরী এবং নির্মল পাল। এই দুই নেতাকে বিশ্বাস না করার আবেদনও করা হয়েছে পোষ্টারে। যদিও কে বা কারা এই পোষ্টার লাগিয়েছে তা

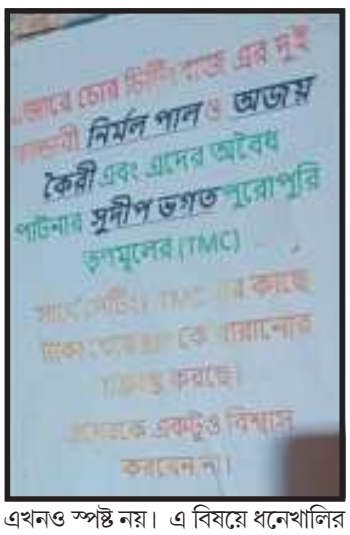

এখনও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে ধনেখালির বিজেপি নেতা অজয় কৈরীকে জিজ্ঞাসা

(এরপর দুয়ের পাতায়)

আসানসোল কেন্দ্রে এবার বিজেপির প্রার্থী এস এস আলুওয়ালিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা - অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলো। গত লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান দুর্গাপুর আসনের জয়ী হয়েছিলেন বর্ষিয়ান বিজেপি নেতা এসএস আলুওয়ালিয়া। এবার ওই কেন্দ্রের পরিবর্তে দল তাকে আসানসোলে প্রার্থী করলো। বুধবার এ নিয়ে ঘোষণা হবার পর পরই বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। দলীয় সূত্রে খবর আসানসোলের ভূমিপুত্র সুরেন্দ্রজিৎ সিং আলুওয়ালিয়া ।

তার উপরেই আস্থা রাখলো বিজেপি। বুধবার বিজেপি 'র রাষ্ট্রিয় মহাসচিব অরুণ সিংহ

(এরপর চারের পাতায়)

গুড়াপে প্রচারে বেরিয়ে আদিবাসী নৃত্যের তালে পা মেলালেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি এবং ধনেখালির তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্র।

অবাধ,শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক কে রাধিকা আয়ার এবং পূর্ব বর্ধমানের এসপি আমনদীপের নেতৃত্বে বর্ধমান শহর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ।

ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে মানকুণ্ডু স্টেশন পর্যন্ত লোকাল ট্রেনে চেপে প্রচার করলেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

খবর সোজাসুজি

Volume-1 ● Issue-21 ● 15 April, 2024

শব্দদানব

এখন যেকোনও অনুষ্ঠানে মাইক অবশ্যই চাই। তা না হলে যেন অনুষ্ঠান ঠিক জমে না। হতে পারে তা বিয়ে বাড়ি, অন্নপ্রাশন বা পুজো পার্বণ। কালীপুজো হলে তো কথাই নেই।শুধু মাইকে কাজ হবে না,চাই ডিজে বক্স।এখন তো আবার ঈদেও বিভিন্ন জায়গায় তারস্বরে মাইক বাজছে।মাইক সংস্কৃতি যেন যেকোনো অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে।মাইক ছাড়া অনুষ্ঠান ভাবাই যায় না। মাইক বাজুক অসুবিধা নেই। কিন্তু শব্দের তো একটা লিমিট থাকবে।সারাদিন যদি তারস্বরে মাইক/ডিজে বাজে তাহলে তো সাধারণ মানুষের টেকা দায়।। তার ওপর শব্দ দূষণ তো আছেই।বাড়ির বয়স্ক বা অসুস্থ মানুষদের কথা কেউ ভাবেই না এখন। নিজেরা আনন্দ করবো এটাই বড় কথা,কার কি হল তাতে কি যায় আসে ? প্রতিবাদ করলেই মুশকিল।শুধু হুমকি নয়,আক্রমণের মুখেও পড়তে হতে পারে। তাই এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও সাহস পায় না সাধারণ মানুষ।আর এ সব দেখে শুনেও নির্বিকার পুলিশ প্রশাসন। তবে কেবল পুলিশ প্রশাসনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।অভিযোগ পেলে ডিজে বন্ধে কোনো কোনো জায়গায় পুলিশকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়।কিছু ক্ষেত্রে আবার আক্রমণের মুখেও পড়তে হয় পুলিশকে ! এত সাহস এরা পায় কোথা থেকে ? রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের মদত না থাকলে এটা কি সম্ভব ? অনেকেই বলছেন এ সবই ভোট ব্যাংকের রাজনীতি। তাহলে বুঝতেই পারছেন,যদি পুলিশ সক্রিয় হয়ে ওঠে সেখানেও বিপদ। পুলিশকেও হেনস্থার শিকার হতে হয়।সে নজিরও আছে।তাহলে উপায় ? আমাদের সচেতনতাই পারে ডিজে নামক শব্দদানবের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিতে। পুজো পার্বণ উৎসব অনুষ্ঠানে মাইক/বক্স বাজুক,অসুবিধা নেই। কিন্তু সেটা অবশ্যই শব্দ বিধি মেনে। যেকোনও পুজো,পার্বণ এবং উৎসব অনুষ্ঠানে বন্ধ হোক ডিজে নামক শব্দদানবের অত্যাচার। নিয়ন্ত্রিত শব্দ মাত্রার মধ্যে বাজুক মাইক।সর্বদাই মনে রাখুন,আপনার আনন্দ যেন অন্যের নিরানন্দের কারণ না হয়।

জলাতঙ্ক !!

পার্থ পাল

আমাদের দেশ অনেক ব্যাপারেই বিশ্বসেরা। জনসংখ্যায় আমরা এ বছরই সেরার তকমা পেয়েছি। টপকে গিয়েছি চিনকে। আবার, মাটির নিচের জল ব্যবহারকারী দেশের তালিকাতেও আমরা একেবারে শীর্ষে।

এই দুটি ব্যাপারেই ফার্স্টবয় হওয়াটা ভয়ংকর উদ্বেগের। যদিও তা পারস্পরিক। জনঘনত্ব ও মানুষের ভোগবাদী মানসিকতার প্রভাবে মাটির উপরের মিষ্টি জলের উৎসগুলির দশা এখন সঙ্গিন। সরকারি নথি জানাচ্ছে, বর্তমানে দেশের ২৫৬ টি জেলায় জলের অভাব রয়েছে। রাজ্যের কুড়ি লক্ষের বেশি পুকুর দীঘি কোনো না কোনোভাবে মানুষের অতিলোভের শিকার। চৈত্র মাসেই বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া,ঝাড়গ্রামের মতো লালমাটির জেলাগুলিতে পুকুর, নদীর তলদেশ ফুটিফাটা। অথচ জেলাগুলিতে বছরে গড়ে পনেরশো মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। তবে এমন হাড়ির হাল কেন!

দোষটা অবলা আবহাওয়াকে দিয়ে লাভ নেই। দোষ আমাদেরই। আমরাই স্বখাতসলিলে ডুবে মরছি। আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে,জ্বলে মরছি। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা অনেক আগেই ধরেছিলেন রোগটি। তিনি বলেছিলেন, উদ্বৃত্ত জল আর সেই জলের অসমবন্টনই হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা। তাই 'জল ধরো,জল ভরো' এ রাজ্যে একটি স্লোগান মাত্র। বৃষ্টির শুদ্ধ জলকে আমরা অবহেলায় গড়িয়ে যেতে দিই। রাস্তার ধারের ট্যাপ কল থেকে সারাদিন ঝরে যেতে দিই পরিশুদ্ধ পানীয় জলকে। যে পুকুরে মাছ চাষ করলে বছরে লক্ষাধিক টাকা উপার্জন হতে পারত, তাকে শরিকি ঠেলাঠেলিতে সারগাদা বানিয়ে করেছি রোগের আগার। যে নয়নজুলির জলে খেলে বেড়াতে পারতো পুঁটি, মৌরলা, টঙ্কাংরার মত উপাদেয় মাছ, তাতে রাইস মিলের জল মিশিয়ে করে তুলেছি বিষাক্ত ; কালো।

তবে কি মানুষ জল ছাড়াই জীবন চালাচ্ছে? তা তো নয়। আমরা বেছে নিয়েছি ভূগর্ভস্থ জলকে। সুইচ টেপো ; জল পাও। খাওয়া, স্নান, বাসনমাজা, কাপড় কাচা থেকে শুরু করে ফসলের সেচ - সবেরই জোগান দিচ্ছে পাতালের জল। রাজ্যে অনুমোদনযোগ্য নলকূপ সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। বাস্তবে তা কত গুণ তা রাজ্যবাসীর সকলেই জানেন। তারই ফলশ্রুতিতে সমস্ত অগভীর নলকূপ আজ অকেজো। মাঠে, বাড়িতে রমরমিয়ে চলছে সুগভীর বা সাবমার্শিবল নলকূপগুলি। আলু,পাট,বাদাম,ধান সবই এখন গুচ্ছ-মিনি নির্ভর। খালবাহিত হয়ে নদীর জল না এলে জল ব্যবসায়ী চাষীদের পোয়া বারো!

তবে সাবমার্শিবল নলকূপের দিনও শেষ হলো বলে। সৌজন্যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সাধের প্রকল্প 'জল জীবন মিশন'। 'হর ঘর জল' বা প্রত্যেক ঘরে জল পৌঁছে দিতে তৈরি হয়েছে অনেক বিশালাকার জলট্যাঙ্ক। রাস্তা কেটে বসানো হয়েছে পাইপ, বুস্টার স্টেশন। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছে গেছে জলের পাইপ, ট্যাপকল। এই প্রকল্প পূর্ণ শক্তিতে চললে ভূগর্ভস্থ জলের দশা হবে আরও সঙ্গিন। শুখা এলাকার জন্য এ মিশন অমৃতসম হলেও, এই সুজলা জেলাগুলিতে তা অতিরিক্ত ; বিষবৎ। কারণ ভূগর্ভের জল বেশি তুলে নিলে ভূত্বক শুকনো হতে বাধ্য। তখন আর পুকুর, দীঘিতে টলটলে জল থাকবে না। আবার পাতালের জলস্তর কমলে জলে বাড়বে আর্সেনিকের পরিমাণ। যার প্রভাব হবে মারাত্মক। নদিয়া জেলার সতেরোটি ব্লকের প্রত্যেকটিই আর্সেনিকপ্রবণ। এছাড়াও পানীয় জলে থাকছে নাইট্রেট, ফ্লুরাইডের মত নীরব ঘাতক। তাই এখনই সাবধান না হলে আমাদেরও আফসোসের শেষ থাকবে না।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। গুজরাটের উত্তর অংশ, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ এলাকায় এক সময় ভয়ংকর জলকষ্ট ছিল। দূর থেকে পানীয় জল বয়ে আনতে হত তাদের। গ্রীষ্মে জলাভাব অসহ হলে সরকার টাঙ্কারে করে জল সরবরাহ করত। এক বছর সমস্যা চরমে পৌঁছালে সরকারকে বিশেষ ট্রেনে করে জল সরবরাহ করতে হল। এবং সে বছরেই স্থায়ী সমাধানের উপায় খুঁজতে বাধ্য হল সরকার।

অতি দ্রুততায় খোঁড়া হলো 'সুজলাম সুফলাম' খাল। বহু পুকুর, দীঘি তৈরি করা হল। জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হল। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া রাজ্যবাসী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাহায্য করল সরকারকে। সেবার বর্ষায় দেখা গেল ভুজ শহরের হামিরসার হ্রদটি স্বচ্ছ জলে টইটুম্বুর। সে আনন্দকে যাপন করতে রীতি ভেঙে একদিনের ছুটি ঘোষণা করেছিল সরকার। সেই শুখা গুজরাট আজ জল সম্পদে সমৃদ্ধ।

আমরাও চেষ্টা করলে পারি না কি?

(প্রথম পাতার পর)

তৃণমূলের সাথে সেটিং ! বিজেপি নেতা

করা হলে তিনি বলেন, ''আমি ছাত্র জীবন থেকে বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়ে আছি। আমি যদি চিটিংবাজ হই তাহলে ৪০/৪২ বছর ধরে আমি এভাবে টিকে থাকতে পারি না। এটা ধনেখালির মানুষ বিচার করবে। কে কোথা থেকে কি লিখে দিল আমার কি দরকার। আমি এটা নিয়ে ভাবি না তো। আমি বরাবরই প্রতিষ্ঠান বিরোধী একটা মুভমেন্টে থাকি। এটা একটা চক্রান্ত। চিটিংবাজ, চোর কেউ হলে নির্বাচনের মুখে হয় ? আমার ভূমিকা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। ধনেখালির মানুষকে আমি সে প্রমাণ দিয়েছি। আগামী দিনেও দেব। আপ্রাণ চেষ্টা করছি লকেট চ্যাটার্জিকে জেতানোর জন্য।'' এ প্রসঙ্গে ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ বলেন, ''এটা বিজেপির দলীয় কোন্দলের বহিঃপ্রকাশ। বিজেপির আভ্যন্তরিণ ব্যাপার।'' লোকসভা ভোটের মুখে ধনেখালিতে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে এই পোষ্টার ঘিরে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

রবি ঠাকুর বাজে

বিজন দাস

কচি পাতা নতুন খাতা
তাতা রোদের বান,
কৃষ্ণচুড়া জারুল ফুলে
তাতালি উদ্যান।
এপারে তাপ ওপারে তাপ
মধ্যে তাপের ঢল,
বালির চরায় জ্বলছে নদী
পায়নি খুঁজে জল।
জল নাই কো বল নাই কো
আকাশে নাই মেঘ,
আকাশ মাটি আকুল খোঁজে
বৃষ্টির আবেগ।
এপার খাঁ খাঁ ওপার খাঁ খাঁ
দুপার ভেজে ঘামে,
তার মধ্যে চোখ দেখাল
গাছ দুলছে আমে।
তার মধ্যেই দিন চলেছে
দূর নিয়ে যায় পথ,
তপ্ত পায়ে তপ্ত বায়ে
চলার নহবত।
রাগারাগির ভাগাভাগির
জাগাজাগির মাঝে,
বুকের ভিতর শুনতে যে পাই
রবি ঠাকুর বাজে।

(প্রথম পাতার পর)

লক্ষীর ভান্ডারেই বাজিমাত মমতার ! ব্যাকফুটে দুর্নীতি ইস্যু

বলা হলেও তা বিশেষ কাজে আসছে না।তৃণমূলের লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প তাই বিরোধীদের কাছে যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।কারণ সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনে দুর্নীতির কোনও প্রভাব সরাসরি না পড়লেও লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তাদের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে।ফলে লক্ষীর ভান্ডার যে এবারের লোকসভা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্যদিকে আবার ভোটের অনেক আগে থেকেই ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্রের টাকা না দেওয়া নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল।আবার বিজেপিও এই প্রকল্পে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে। পাশাপাশি তৃণমূলের দুর্নীতি আর কেন্দ্রের টাকা না দেওয়ার বিষয়টি সামনে এনে দরিদ্র মানুষকে বঞ্চনা করার অভিযোগ তুলে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বাম এবং কংগ্রেস। একদিকে বিজেপি ও অন্যদিকে বাম-কংগ্রেস এই ত্রিফলা আক্রমণে অনেকটাই যেন বেসামাল তৃণমূল। দীর্ঘ প্রায় দু'বছর ধরে মজুরির টাকা না পেয়ে জব কার্ড থাকা শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে।ভোটের আগে সেই শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বছরে ন্যূনতম ৫০ দিনের কাজ নিয়ে মমতা ব্যানার্জির প্রতিশ্রুতি পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে দিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি দীর্ঘ প্রায় দু'বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রাখলেও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে মিটিয়ে দিয়েছে প্রায় ৫৪ লক্ষ শ্রমিকের বকেয়া মজুরি,যা এবারের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে।অনেকে মনে করছেন এর ফলে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের বকেয়া টাকা ও কাজ না পাওয়ার জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া অসন্তোষ সামাল দেওয়া যাবে। যদিও বিরোধীরা সে কথা মানতে নারাজ।তাদের দাবি, একেবারে বুথ স্তরে সাধারণ মানুষ নিজেদের চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ টাকা দুর্নীতি হতে দেখেছেন।তাদের বঞ্চিত করে তৃণমূলের নেতা, জনপ্রতিনিধিদের রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখেছেন। ফলে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তা বকেয়া টাকা পরিশোধ করে মেরামত করা সম্ভব নয়। বরং জীবন-জীবিকার প্রশ্নে তৃণমূলের বিরুদ্ধেই মানুষ ভোট দেবে বলে বিরোধী দলগুলির দাবি।

আবার আবাস যোজনার ঘর নিয়েও মানুষের মধ্যে দানা বাঁধছে ক্ষোভ।যাদের ঘর পাওয়ার কথা তাদের নাম আবাস যোজনার তালিকায় নেই,অভিযোগ।উল্টে সেই তালিকায় তৃণমূলের ধনী নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের নাম থাকা নিয়ে প্রথম থেকেই সরব বিজেপি এবং বামেরা।ঘরের টাকা পেতে হলে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান,সদস্য ও নেতাদেরকে মোটা টাকা দেওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে।কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল এসে সেই সমস্ত দুর্নীতি ও অনিয়ম হাতেনাতে ধরেছে।যা নিয়ে জনসাধরণের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে।যাকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বড় অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে মরিয়া বিরোধীরা।সেই মত প্রচারও করা হচ্ছে।যদিও এই ক্ষোভে জল ঢালতে তৎপর তৃণমূল।কেন্দ্র টাকা না দিলেও ভোটের পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘর করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তবে মানুষের ক্ষোভকে তা কতটা প্রশমিত করবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আর এই সবেরই উত্তর মিলবে ৪ জুন।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

সাহিত্য জগতে নক্ষত্র পতন, অকালে প্রয়াত বিশিষ্ট সাহিত্যিক হামিদা কাজী

সুফি রফিক উল ইসলাম - কবি-গল্পকার-প্রাবন্ধিক-নাট্যকার-নাট্যশিল্পী-সম্পাদক সর্বোপরি সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনস্ক ব্যক্তিত্ব হামিদা কাজী প্রয়াত হলেন ৬ এপ্রিল শনিবার প্রায় রাত ১০-৩০ নাগাদ দুর্গাপুরের বিধাননগরের সিটিজেন হসপিটালে। বর্ধমান জেলার (বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমান জেলার) শিল্পাঞ্চল আসানসোলের জামুড়িয়া বাজার এলাকায় ১৯৬২ সালের ০৮ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কাজী আমির আলি,মাতার নাম মিন্নাতুল্লা বেগম। বৈবাহিক সূত্রে কবি কাজী নজরুল ইসলামের পরিবারের সম্পর্কিত বধূ। স্বামীর নাম তপন কাজী। দীর্ঘদিন চুরুলিয়া বসবাস এবং পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী দোমোহানী বাজারে শিল্পীতীর্থ নীড়ে বসবাস। বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল সাহেব ছিলেন বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী হামিদা কাজীর সম্পর্কিত মামা। নাট্যজগৎ, কাব্য জগৎ, সাহিত্য ও শিল্প জগতের সঙ্গে হামিদা কাজীর ছিল দৈনন্দিন ওঠাবসা।কাব্য জীবনে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এই সান্নিধ্য ছিল তাঁর কাছে পরম প্রাপ্তি। হামিদা কাজী বাংলা সাহিত্য জগতে দীর্ঘ দিনের পরিচিত মুখ -শুধু শিল্পাঞ্চল

নয়, মহানগর কলকাতারও। দেশ, আনন্দবাজার, আজকাল,যুগান্তর, প্রতিদিন,উত্তরবঙ্গ সংবাদ, নতুন গতি, দিন দর্পণ প্রমুখ পত্র পত্রিকার সঙ্গে শিল্পাঞ্চল সহ বেশ কিছু এলাকার পত্র পত্রিকার পাতায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মেমারির কলমের মুখ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার জন্য অসুস্থ ছিলেন। নিয়মিত চিকিৎসা চলছিল তাঁর। একইসঙ্গে তিনি নিয়মিত লেখাও চালিয়ে গেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন লেখালেখিই তাঁর জীবন। ০৭ এপ্রিল ২০২৪ রবিবার তাঁর নিথর দেহ কবিতীর্থ চুরুলিয়ায় দাফন করা হয়।

তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা হল - নিবেদিতা এবং মশাল।

গল্প ---অন্তরালে,২) দুয়োরাজা সুয়োরাজা ও ৩) নির্বাচিত গল্প।

কাব্যগ্রন্থ -- কাব্যে তুমি ও ২) উদাস বাউল।

শিশু সাহিত্য -- এসো গল্প করি ও ২) এসো স্বাধীনতার গল্প করি।

জীবনী গ্রন্থ -- তোমার আমার ম্যান্ডেলা এবং ২) বৈচিত্র্যে ভরা নজরুল।

নাটক -- সোঁদা মাটির বুকে (এটি বাংলা ও হিন্দি দুটি ভাষায় রচিত)।

উপন্যাস -- বিদ্রোহিনী,২) খেজুর বীথির ছায়া এবং ৩) চিকিৎসা (পত্রিকায় প্রকাশিত)।এছাড়াও বেশ কিছু অপ্রকাশিত রচনা রয়ে গেছে যেগুলো পরবর্তী কালে পাঠককুলের কাছে পৌঁছাবে কিনা তা সময়ই বলবে।

বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সফদার হাশমির জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা -- শুক্রবার সন্ধ্যায় রিষড়ায় বারুজীবী বাজারে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রিষড়া আঞ্চলিক কমিটি ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রিষড়া শিল্পী সৈনিক শাখার যৌথ উদ্যোগে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শহীদ সফদার হাশমীর জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।দুই সংগঠনের পক্ষে রতন ভট্টাচার্য ও তাপস ভট্টাচার্যের যৌথ সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে ''শহীদ সফদার হাশমিকে স্মরণ ও শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং বর্তমান সময়ে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা''- বিষয়ে আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের হুগলি জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অভিজিৎ চক্রবর্তী। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রিষড়া শিল্পী সৈনিক শাখার পক্ষে সংগীত পরিবেশন করেন অরিন্দম ব্যানার্জি। আবৃত্তি পরিবেশন করেন অপর্ণা ভট্টাচার্য। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রিষড়া আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে উৎপল পাল, সুব্রত সিংহ ও স্বপন পাঁজা। এই অনুষ্ঠানে

পথনাটক প্রদর্শন করে শ্রীরামপুরের ''আমরা ক'জন নাট্যসংস্থা''। স্বরচিত একক নাটক পাঠের মাধ্যমে অভিনয় করেন রতন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুব্রত সিংহ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আশিস চক্রবর্তী, সুহাস ভট্টাচার্য, ইরা ব্যানার্জি সহ গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব সুদীপ সাহা, প্রদ্যোৎ ব্যানার্জি, বিকাশ মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

মাথায় পুজোর ডালা নিয়ে গোপীনাথের দরবারে অসীম সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ গ্রামে রয়েছে চৈতন্যদেবের পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষের প্রতিষ্ঠা করা গোপীনাথ ঠাকুর। আর তাকে ঘিরে প্রতি বছরই চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে অগ্রদ্বীপ গ্রামে গোপীনাথের মেলা বসে। প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো এই মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে চিঁড়ে ও অন্ন উৎসবের আয়োজন করা হয়। গোপীনাথের মেলায় আসা ভক্তদের জন্য জলছত্রের আয়োজন করা হয়। এদিন মাথায় পুজোর ডালা নিয়ে গোপীনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার। কাটোয়ার অগ্রদ্বীপে শতাব্দী প্রাচীন গোপীনাথের মেলায় এসে প্রথা ও পরম্পরা মেনে পুজোর ডালা মাথায় চাপিয়ে সপার্ষদ গোপীনাথ মন্দিরে যান অসীম সরকার। ধর্মস্থানে রাজনীতির কথা না বললেও ভারতের সমস্ত রকম দুর্নীতির অবসান চেয়ে গোপীনাথের পুজো দিলেন পূর্ব বর্ধমান কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার। পুজো দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা

কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার বলেন, ধর্মস্থানে রাজনীতির কথা বলব না। তবে গোপীনাথকে বলেছি ভারতের সব দুর্নীতির ধ্বংস হোক। এদিন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় ছন্দ মিলিয়ে উপস্থিত নেতা কর্মীদের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থী কবিয়াল অসীম সরকার কথা বলছিলেন। জেলবন্দী তৃণমূল কংগ্রেসের আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নেতাদের ইঙ্গিত করে ছন্দ মিলিয়ে কবিগানের সুরে অসীম সরকার বলেন, ধর্ম যেন জেগে ওঠে এই কথা বলি/ আমরা যেন সৎপথেই চলি/যখন আমি হাতে পাব ক্ষমতা/ জনগণের সঙ্গে যেন থাকে সমতা/জনগণের টাকা মেরে নিজের টাকা বেড়ে/তারপর যেন না ঢুকি ওই জেল খানার ভিতরে।

গণি খান চৌধুরীর স্মৃতি বিজড়িত মার্সিডিজ দেখতে কোতোয়ালিতে আজও ভিড় জমান মানুষ !

নিজস্ব সংবাদদাতা - একসময় এই গাড়িতে চেপেই দাপিয়ে বেড়াতেন তিনি। নির্বাচনের সময় এই গাড়িতে চেপেই চলতো ধুলোর ঝড় তুলে প্রচার। দূর থেকে এই গাড়ি দেখলেই রাস্তার দুই পাশে মানুষ দাঁড়িয়ে পড়তেন। সকলের কাছেই চেনা ছিল এই মার্সিডিজ। কারণ এই গাড়িটি ব্যবহার করতেন প্রয়াত কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী এবিএ গণি খান চৌধুরী। বর্তমানে অবহেলায় অযত্নে পড়ে রয়েছে কোতোয়ালি ভবনে সেই গাড়ি। কোনো ব্যস্ততা নেই। মাঝে মধ্যে এখনও চালক গাড়িটিকে পরিষ্কার করেন। এই গাড়ির সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে বরকত সাহেবের নানান স্মৃতি,ভোট প্রচারের কাহিনী । ১৯৮০ সাল থেকে পরপর আটবারের সাংসদ ছিলেন প্রয়াত কংগ্রেস নেতা আব্দুল বরকত আতাউল গনি খান চৌধুরী। রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মসূচি অংশগ্রহণ করতে একমাত্র এই গাড়ি ছিল তার ভরসা। ২০০৬ সালে কংগ্রেস নেতা এবিএ গনি খান চৌধুরী প্রয়াত হন।

১৮ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো তার মার্সিডিজ গাড়িটি নিজস্ব ভবন কোতোয়ালিতে রয়েছে। এখনো কংগ্রেস কর্মী নেতৃত্বরা যখন কোতোয়ালিতে আসেন তখন বরকত সাহেবের সেই গাড়িটি দেখে যান। মাঝে মধ্যে গাড়ি পরিষ্কার করতে দেখা যায়।

এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস কর্মী কুনাল কান্তি চৌধুরী জানান, বরকত সাহেবের সেই স্মৃতি এই গাড়িটি আজও আমরা ভুলতে পারিনি। এই গাড়িটি আমাদের অ্যাসেট। সেই সময় এই মার্সিডিজ গাড়ি বরকত সাহেব যখন চড়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যেতেন সেখানে এই গাড়ি দেখতেই অনেকে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এখনো এই গাড়ি কোতোয়ালি ভবনে রয়েছে। পুরনো স্মৃতি স্মরণ করতে মাঝে মধ্যেই দলীয় কর্মীরা ভিড় জমান এই গাড়ি দেখতে।দূরদূরান্ত থেকে কংগ্রেস কর্মী সমর্থক সহ সাধারণ মানুষেরা এখনো এই গাড়ি দেখতে আসেন।তার স্মৃতিকে স্মরণ করে এখনো অনেকে এই গাড়িটিকে প্রণাম করেন।

জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁনের নেতৃত্বে জামালপুরে প্রচারে ঝড় তুললেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শর্মিলা সরকার।

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

নরেন্দ্র মোদিকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ভোটের লড়াইয়ে চ্যালেঞ্জ অধীর চৌধুরীর

রাজেন্দ্র নাথ দত্ত - এবার নরেন্দ্র মোদিকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ভোটে দাঁড়িয়ে জেতার আহ্বান জানালেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী। পাশাপাশি তিনি প্রধানমন্ত্রীকে 'জ্যোতিষী' বলে কটাক্ষ করেন। অধীরবাবু বলেন, মোদি জ্যোতিষী। তাই তিনি আসন ৪০০ পার হবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন। বহরমপুর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, এই নির্বাচন পালাবদলের। সেই লক্ষ্যে আমরা লড়ছি। আমি তো ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি না যে পালাবদল কখন হবে। মানুষের মতামত আমাদের কাছে শেষ কথা। সেই আশা, ভরসা নিয়ে আমরা মানুষের কাছে যাই।বাংলার রাজ্যপাল সরাসরি বিজেপির প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন অধীরবাবু। শিক্ষামন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানোর সুপারিশ করেছেন রাজ্যপাল। তাঁর এই হস্তক্ষেপ নিয়ে অধীরবাবু বলেন, রাজ্যপালের এধরনের কথা বলা উচিত নয়। তিনি বলতে পারেনও না। বিজেপি সরকারের সরাসরি প্রতিনিধি হয়ে গেলে তো মুশকিল। এটা রাজ্যপালের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। রাজ্যপালের এই ধরনের ছেলেমানুষি মন্তব্যের বিরোধিতা করছি।এদিকে জেলায় সংখ্যালঘু ভোটের অঙ্ক কষছে বাম-কংগ্রেস জোট। এপ্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরুর অঙ্ক বিজেপি করে না ?

বিজেপির প্রধানমন্ত্রীও করেন। বিজেপির প্রধানমন্ত্রীকে বলব, আপনি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে দাঁড়িয়ে জিতে আসুন না। আমরা তো এটা প্রমাণ করে দিয়েছি। প্রণব মুখোপাধ্যায় জঙ্গিপুর থেকে জিতেছিলেন। যেখানে ৬৭ শতাংশ সংখ্যালঘু মানুষ আছেন। মোদি আপনি জম্মু-কাশ্মীরে গিয়ে ভোটে দাঁড়ান। অসুবিধার কী আছে?

আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর নাম না করে আসাউদ্দিন ওয়েসির সঙ্গে তুলনা টানলেন অধীরবাবু। বামেদের সঙ্গে আইএসএফের জোট না হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখন আমাদের এখানে ওয়েসি এসেছেন। হায়দরাবাদে বড় ওয়েসি। আর আমাদের এখানে এসেছেন 'ছোট ওয়েসি'। তিনি এখন অনেক মন্তব্য করবেন। এগুলো বিজেপির ভোট কাটুয়া। সব বিজেপির পয়সা খেয়ে ভোট কাটার জন্য ময়দানে নেমে গিয়েছে। এতদিন লড়ব লড়ব করছে, লড়ছে না কেন? এক নম্বরের বিজেপির ভোট কাটুয়া। বিজেপি এদের ব্যবহার করছে। এসব ভোট কাটুয়ার দল ভোটের সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, আবার থেমে যাবে।

কংগ্রেসের ইস্তেহার নিয়ে অধীরবাবু বলেন, কংগ্রেস নতুন একটা সামাজিক বিপ্লব আনতে চলেছে। আগামী দিনে কংগ্রেস ক্ষমতায় যখন আসবে তখন চাকরির অধিকার, আইনি অধিকার হবে। এটা একটা যুগান্তকারী ভাবনা। একজন যুবকও বেকার থাকবে না। সরকার তাকে এক বছর এক লক্ষ টাকা দিয়ে প্রশিক্ষিত করে সরকারিভাবে কোম্পানিতে নিযুক্তির গ্যারান্টি দেবে। গোটা বিশ্বে একমাত্র জার্মানিতে আছে এমন পদ্ধতি। আমরা ভারতবর্ষে এটা নিয়ে আসব। সেইসঙ্গে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের মজুরি ৪০০টাকা করা হবে। মহিলাদের জন্য বছরে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। কৃষকদের ফসল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কেনার আইন করা হবে।

টোটোর দাপটে রুজির সঙ্কটে প্যাডেল রিক্সা চালকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা - প্যাডেল রিক্সা যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। শহর থেকে গ্রাম,কোথাও আর সেভাবে প্যাডেল রিক্সা চোখে পড়ছে না। দু'চারজন এখনও কোনওরকমে এই প্যাডেল রিক্সা চালিয়ে রোজগারের চেষ্টা করছেন। কিন্তু আর কতদিন টোটোর সঙ্গে অসম লড়াই করে তারা টিকে থাকতে পারবেন তা নিয়ে সন্দেহ আছে। দ্রুতগামী হওয়ায় এবং নির্ঝঞ্ঝাটে একসঙ্গে অনেকে মিলে পাড়ার অলিগলি দিয়ে যাতায়াতের সুযোগ থাকায় দ্রুতই প্যাডেল রিক্সার জায়গা দখল করে নিচ্ছে টোটো। শহরের পথে এখন আর শোনা যায় না প্যাডেল রিক্সার হর্নের প্যাঁ পুঁ শব্দ। একসময় বর্ধমান, চুঁচুড়া, বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের সামনে থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাজারগুলির সামনে এবং বাস স্ট্যান্ডে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত রিক্সা। আলাদা করে থাকত রিক্সা স্ট্যান্ডও। সেখানে গেলেই মিলত তিন চাকার সাইকেলে রিক্সা। সেই সময় রিক্সায় চড়ার চল ছিল এতটাই যে রিক্সা পাওয়া মুশকিল হয়ে যেত সাধারণ মানুষের।কিন্তু এখন বর্ধমান, চুঁচুড়া,

তারকেশ্বর,কান্দী, বেলডাঙা ও বহরমপুর শহরে সেসব জায়গায় গেলে শুধুই চোখে পড়ে টোটোর ভিড়। রিক্সার জায়গা সেখানে নেই বললেই চলে।অনেক খুঁজলে হয়ত দু'চারটে রিক্সা চোখে পড়তে পারে। তবে তারা আর কতদিন সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এদিকে টোটোর দাম কয়েক লক্ষ টাকা হওয়ায় দরিদ্র রিক্সাচালকদের সকলের পক্ষে পেশা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় অসহায় গরিব মানুষগুলো আগামী দিনে কীভাবে সংসার চালাবেন সেটাই সবচেয়ে বড় চিন্তা হয়ে দেখা দিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী, বহরমপুর, বেলডাঙা, রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর ও ডোমকল শহরে একসময় চলত প্রায় কুড়ি হাজারের মত রিক্সা।সেখানে বর্তমানে মাত্র ৪০ থেকে ৫০ টি রিক্সা এসে দাঁড়িয়েছে।সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে টোটো।ভবিষ্যতে হয়ত স্মৃতির খাতাতেই থাকবে তিন চাকার সাইকেল রিক্সা।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

প্রার্থী তুলে নেব", বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জি।

● বিজেপির বিরুদ্ধে বিজেপি ! দার্জিলিঙে বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তার বিরুদ্ধে নির্দল হিসেবে নমিনেশন জমা দিলেন কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা !

● ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী প্রণত টুডু। আর বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়াই করবেন বিজেপির দেবাশীষ ধর।

● ২৬ মার্চ এনআইএ এসপি'র কলকাতার বাড়িতে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি! তৃণমূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! টাকার লেনদেন! বিস্ফোরক অভিযোগ কুণাল ঘোষের।

● বাঁশবেড়িয়ায় হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জির গাড়ির ওপর হামলার অভিযোগ ! তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জির।

● ''রচনাদিকে সব সময় কাছে পাবেন,পাশে পাবেন। কথা দিয়ে গেলাম",ধনেখালি বিধানসভার গুড়বাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খড়ুয়ায় জনগর্জন সভায় বললেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি।

● সন্দেশখালির পর এবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগর ! বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ কান্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকদের তদন্ত করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ।এনআইএ আধিকারিকদের মারধর ও গাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ। ইতিমধ্যেই এনআইএ'র পক্ষ থেকে ভূপতিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

● জামালপুরের চকদীঘির প্রাণবল্লভপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল বেপরোয়া বালি বোঝাই ডাম্পার,ঘর ভেঙে মৃত্যু হল এক মহিলার। এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্য।

● ''আমি পার্টটাইম পলিটিশিয়ান নই।আমি প্যারাসুট ক্যান্ডিডেট নই।আমি সর্বক্ষণ রাজনীতি করি। এটাই আমার কাজ", যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য।

● '' মাফিয়াদের নিয়ে যে ওঠে বসে সে আবার মাফিয়া নিয়ে কথা বলে ? সারাক্ষণ তোলাবাজি,সিন্ডিকেটবাজি যে করেন,অসিত মজুমদার,তার মুখে এগুলো শোভা পায় ?" চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারকে নিশানা করে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি।

(প্রথম পাতার পর)

বিজেপির প্রার্থী এসএস আলুওয়ালিয়া

নতুন দিল্লি থেকে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে এসএস আলুওয়ালিয়া 'র নাম প্রকাশ করেছেন। কার্যত প্রবীন ওই নেতার প্রার্থী হবার পর তৃণমূল কংগ্রেস এর সঙ্গে জোরদার লড়াই হবে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা তুঙ্গে।

রাজ্যের প্রায় সব কটি রাজনৈতিক দলই এ রাজ্যে প্রায় সব কটি আসনেই প্রার্থীর নাম ঘোষনা করেছে। কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল লোকসভা আসনে তাদের প্রার্থীর নাম জানায়নি। এদিকে চলতি মাসের ১৮ তারিখ থেকেই আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। তারপরেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু। তাই দেরিতে হলেও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে এস এস আলুওয়ালিয়া -কে প্রার্থী করে জল্পনায় জল ঢেলে দিল। রাজনীতিতে পোড় খাওয়া আলুওয়ালিয়া কিন্তু প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস এর কাছে রীতিমত লড়াই এর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারেন বলে আশা প্রকাশ করেন তার দলের সদস্যরা।

জানা গেছে একাধিকবার জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে ওই প্রার্থীর ঝুলিতে। ১৯৮৬ সালে সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া প্রথম রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে রাজ্যসভায় পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৯৫ সালে নগরোন্নয়ন ও নিয়োগ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ২০০০ সালে পুনরায় রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৬ পুনর্বার রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালে দার্জিলিং থেকে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে সাংসদ নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী হয়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের মমতাজ সংঘমিত্রা চৌধুরীকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। আর এবার তার নিজের জন্মভূমি আসানসোল থেকে লড়াই করার সুযোগ করে দিয়েছে।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com